যায়যায়দিন

তারিখ 27 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

গাইডের বিক্রি বাড়াতে চট্টগ্রামে বোর্ড বইয়ের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করেছে প্রকাশকরা

চট্টগ্রাম অফিস

ঢাকার গুটিকয় বোর্ডের বই প্রকাশকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গাইড বইয়ের বিক্রি বাড়াতে চট্টগ্রামেও সৃষ্টি করা হয়েছে বোর্ডের বইয়ের কৃত্রিম সঙ্কট। ফলে বোর্ডের বই বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। কিন্তু সঙ্গে গাইড বই কিনলে চড়া দাম থেকে রেহাই পাচ্ছেন ক্রেতারা। নতুন সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতির শুরুতেই বোর্ডের পাঠ্যবই কিনতে বাধ্য ও গাইড বই কিনতে উৎসাহী করার মনোভাব নতুন শিক্ষা পদ্ধতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে– এমনটিই মনে করছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সচেতন অভিভাবকরা।

চট্টগ্রাম ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসমত জাহান জানান, বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকগুলো অনুসরণ করলে ছাত্ররা ভালো ফলাফল করতে বাধ্য। যারা বোর্ডের বই ভালোভাবে পড়েছে তারাই ভর্তি পরীক্ষায় টিকেছে। তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতির সফলতা শুরু চাইলে বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলো অতিদ্রুত ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌছতে হবে।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং জমজম প্রকাশনার মালিক ও চেয়ারম্যান কাজী সাবের আহমেদ বলেন, ঢাকায় কয়েকটি সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে বোর্ডের পাঠ্যবইয়ের প্রকাশনা ও সরবরাহের কাজ। সরকার যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেয় তাহলে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাবে। চট্টগ্রামে চাহিদার সিকি ভাগও সরবরাহ করা হয়নি। বাংলাবাজার, আবদুল্লাহ অ্যান্ড সন্স, ট্যালেন্ট পাবলিকেশন্স, হাসান বুক ডিপোসহ কয়েকটি প্রকাশনা মার্কেট নিয়ন্ত্রণকারী বলে জানান তিনি। পাইকারি বিক্রেতারা বেশি দামে বই কিনে বিক্রি করছেন। এ কারণে খুচরা বিক্রেতারাও বই বেশি দামে বিক্রি করছেন বলে জানা গেছে।

কম বই সরবরাহ ও পাইকারদের কাছ থেকে দাম বেশি নেয়ার অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেন হাসান বুক ডিপোর চট্টগ্রাম শাখার জোনাল ম্যানেজার রওশন। তিনি বলেন, বই কম সরবরাহের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রতিদিন গোল্ডেন ট্রান্সপোর্ট ও গুড মর্নিং ট্রান্সপোর্টে দেড় থেকে দুই ট্রাক বোর্ডের বই আসছে আন্দরকিল্লায়। হাসান বুক হাউস কখনই পাইকারি ও

খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে বোর্ডের বইয়ের দাম বেশি নিচ্ছে না।

খুচরা বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি প্রকাশিত পুস্তক প্রকাশন ও ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালার মুখবন্ধে উল্লেখ আছে, 'কতিপয় অসাধু ব্যক্তি পকেট সাইজ সাহায্যকারী বা গাইড বই প্রকাশ করে থাকে। জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে ছাত্রসমাজকে নকল করা হতে বিরত রাখার মহান উদ্দেশ্যে পকেট সাইজের অর্থ-সাহায্যকারী বা গাইড বই প্রকাশ, মজুদ, ও বিক্রয় বন্ধ রাখার লক্ষ্যে এ নীতিমালা প্রণীত হয়েছে।'

বইয়ের মার্কেট আন্দরকিল্লা ঘুরে নীতিমালা পালনের ছিটেফোঁটাও চোখে পড়েনি। ইউনাইটেড লাইব্রেরি, বই মহল, সিটিজেন, নিউ মোস্তফা লাইব্রেরিসহ এ মার্কেটের ৭৪টি দোকানের বই বিক্রেতারা সদিচ্ছায় কোনো বিক্রি রসিদ ক্রেতাকে সরবরাহ করেন না। ক্রেতা চাইলে দেয়া যাবে না বলেন দোকানিরা। আন্দরকিল্লা, চকবাজার, নিউমার্কেট, রিয়াজউদ্দিন বাজারসহ বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দেখা গেছে বোর্ডের পাঠ্যবইয়ের তীব্র সঙ্কট। প্রতিটি বইয়ের সঙ্গে দোকানির পরামর্শমতো গাইড বই কিনলে দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখছেন তারা।

পটিয়া থেকে লিয়াকত আলী ছোট ভাগ্নির সপ্তম শ্রেণীর বোর্ডের বই ইউনাইটেড লাইব্রেরি থেকে প্রতি পিসে চার থেকে পাঁচ টাকা বেশি দিয়ে কিনেছেন। তিনি সপ্তম শ্রেণীর নির্ধারিত ৩০ টাকার বোর্ডের বাংলা বই কিনেছেন ৩৫ টাকায়, ২৬ টাকার গণিত বই ৩০ টাকায়, ৩৪ টাকার বাংলা ব্যাকরণ বই ৪০ টাকায়, ২৭ টাকার ইংলিশ ফর টুডে বই ৩৫ টাকায়, ৩২ টাকার সপ্তবর্ণা ৩৭ টাকায়, ৪০ টাকার সাধারণ বিজ্ঞান বই ৪৫ টাকায় কিনতে হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল, আগ্রাবাদ সিজিএস কলোনির স্বপ্না চৌধুরী আন্দরকিল্লার ফ্রেন্ডস বুক থেকে গাইডসহ বোর্ডের বই কেনায় দোকানিকে বোর্ডের বইয়ে বাড়তি দাম দিতে হয়নি। ফ্রেন্ডস বুক জুপিটার গাইড কেনায় শতকরা ২৫ ভাগ কমিশন দিয়েছে স্বপ্না চৌধুরীকে।

সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হলেও বইয়ের দোকানিরা নতুন ক্লাসে ওঠা ছাত্রছাত্রীদের বোর্ডের বই কেনার চেয়ে গাইড কিনতে প্ররোচিত করছে বেশি। টেলিভিশনের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের বশবর্তী হয়ে ও কমিশনের লোভে ছাত্রছাত্রীরা এ গাইড বই কিনছে বলে জানান আগ্রাবাদ মিস্ত্রিপাড়ার চিলড্রেন গার্ডেন স্কুলের অধ্যক্ষ আফিয়া হাসান।